মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৫

১৮টি খুদে চলচ্চিত্র নির্মাণ
শেষ হলো সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক অব্যাহত আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তরুণ নির্মাতাদের উপস্থাপিত আইডিয়াগুলো চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর যে মাসব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা শুরু হয়েছিল, প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মিত ছোটছোট ১৮টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে কর্মশালাটি গত ২২ নভেম্বর শেষ হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী

কর্মশালায় অংশ গ্রহণের জন্য ৪০ জনের অধিক আবেদনকারীর মধ্য থেকে ২৫ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা বেশীরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া 'সুলতানার স্বপ্নে'র কল্পকাহিনীতে উপস্থাপিত আঙ্গিক, আকাঙ্ক্ষা

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজের ১৮তম মাসিক বক্তৃতা
ঘূর্ণিঝড়, গণমাধ্যম ও বিপ্লব

'কীভাবে দুর্যোগের বয়ান পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিপর্যয়কে প্রভাবিত করেছিল' শিরোনামে গত ২২ নভেম্বর সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের ১৮তম মাসিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রভাষক মোহাম্মদ আসিফুল বাশার তুলে ধরেন কীভাবে ১৯৭০ সালের ভোলার প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্লোবাল ফরেনসিক একাডেমি টু-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা সহযোগী, তাবাসসুম নিগার ঐশী রুয়ান্ডার কিগালিতে ১৭-২২ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফরেনসিক অ্যাকাডেমি-II প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। Forensic Anthropology Foundation of Guatemala (FAFG) এবং Friends of FAFG-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধোত্তর মানবাধিকার প্রেক্ষিতে ফরেনসিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়। এ বছর নেপাল, ফিলিপাইন, সিরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুদান, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, থাইল্যান্ড, গাম্বিয়া, আফগানিস্তান, লাইবেরিয়া, লেবানন এবং শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের ২৯ জন বিশেষজ্ঞ অংশ নেন।

Kigali Genocide Memorial, Ntarama Memorial এবং একটি Reconciliation Village পরিদর্শন করেন প্রশিক্ষণার্থীরা। জেনোসাইড সারভাইভার ও ভিক্টিমের অভিজ্ঞতা শোনা এবং Rwanda-এর memorialization উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে ঐশী বিভিন্ন দেশের জেনোসাইড-পরবর্তী সত্য, স্মৃতি সংরক্ষণ ও শহীদদের মর্যাদা রক্ষার অভিন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন।

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন মডিউলে Forensic Archaeology, এবং Forensic Genetics বিষয়ে আলোচনা ও ব্যবহারিক অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি গ্রহণ, ফ্যামিলি-সেন্টারড অনুসন্ধান, ভিক্টিম আইডেন্টিফিকেশন এবং অ্যাট্রোসিটিস-এর সঠিক ডকুমেন্টেশনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’
দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি

জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে উৎসব পালনের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম। কর্মসূচি পালনকারী পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ করিয়েছে, সাথে ছিল নানান সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি প্রকাশ। ডিসেম্বরে এই পাঠকে কেন্দ্র করে পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করবে ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব অনুষ্ঠান। সেখানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে। এসময় তাদের বিতরণ করা হবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইউনেস্কোর লোগো সংবলিত সনদপত্র। অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিবৃন্দ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ঢাকা এবং জেলা পর্যায়ের ১৪টি বেসরকারি পাঠাগার এবং ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে। এই ৪১টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবে আরও পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখন পর্যন্ত সৃজনশীল পাঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রংপুরের সালেমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয়, বালুগ্রাম আদর্শ কলেজ এবং ইলা মিত্র স্মৃতি সাংস্কৃতিক পরিষদ। এছাড়া নীলফামারী জেলায় যুক্ত হয়েছে ইউনিক স্কুল। নিজেদের মতো করে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ বাস্তবায়ন করছে বিভিন্ন এলাকার আরও কিছু প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পিরোজপুরের অরণি পাঠাগার। রংপুরে ব্যক্তিপর্যায়ে কয়েকটি পাঠাগার এবং ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৃজনশীল পাঠ বাস্তবায়ন করছেন মোতাব্বের ইসলাম টমাস। দিনাজপুরের আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। সেখানের শিক্ষার্থীরা ৭-৮ নভেম্বর ২০২৫ পর্বত আরোহীদের সংগঠন ‘অভিযাত্রী’র একটি কর্মশালায় তাৎক্ষণিক ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে অভিযাত্রী ইয়াছমিন লিসা

ইতিমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা এবং ছবি পাঠানো হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-প্রতিক্রিয়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকার ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নীলফামারীর ডোমার উচ্চ বিদ্যালয় এবং ইউনিক স্কুল থেকে অনেক লেখা এসেছে।

সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সফল করে তোলা হবে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম।

– সত্যজিৎ রায় মজুমদার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সাংবাদিকদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন ও মতবিনিময়

মুক্তিযুদ্ধের স্মরক, নিদর্শন ও তথ্য-উপাত্তের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই তথ্যভান্ডারের সহায়তা নিয়ে সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতায় কীভাবে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারেন সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৫ নভেম্বর ২০২৫ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকদের জাদুঘর পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানায়। জাদুঘরের আমন্ত্রণে ২৬ জন সাংবাদিক ঐদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি, আর্কাইভ, শিক্ষা ও প্রকাশনা বিভাগ এবং গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের সংগ্রহ সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন আমেনা খাতুন, কিউরেটর (আর্কাইভ), সত্যজিৎ রায় মজুমদার (ব্যাবস্থাপক শিক্ষা ও প্রকাশনা) এবং ড. রেজিনা বেগম (ব্যবস্থাপক গবেষণা ও গ্রন্থাগার)। আর্কাইভে সংরক্ষিত বিভিন্ন স্মারক, সংবাদপত্র ও দলিলপত্রের সংগ্রহ, ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বিবরণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরের রেজিস্ট্রেশন ফরম সম্পর্কে তারা অবহিত হন। সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্মারক, দলিল ও তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ এবং ব্যবস্থাপক কর্মসূচি রফিকুল ইসলাম, তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন।

পরিদর্শন পর্ব শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক ও ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার-এর সাথে সাংবাদিকরা আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনার সূচনায় ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, প্রতি বছরই ডিসেম্বর, মার্চ এই বিশেষ মাসগুলোতে দেশের পত্রপত্রিকা প্রথম পাতায় গুরুত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে কিন্তু গত বছর এর একটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যাশা, সামনে যে বিজয়ের মাস আসছে তখন গণমাধ্যম বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে নানাধরনের অনুসন্ধানী, মানবিক আবেদনধর্মী প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য তিনি সাংবাদিকদের আহবান জানান।

সাংবাদিকরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের নানান প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। সাংবাদিক আবু সালেহ রনি বলেন কোন মিডিয়াতেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিট নেই, খেলার বিট আছে, সংস্কৃতির বিট আছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিট নেই। যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেদন করেন তারা নিজ দায়িত্বের জায়গা থেকে, নিজ তাগিদে এই কাজ করেন। সাংবাদিক খান মোহাম্মদ রবিউল আলম তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন রাজশাহীর তানোরে তিনি এক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাকে পেয়েছেন, যিনি দাঁত দিয়ে গ্রেনেডের পিন খুলতেন, এরফলে তার সামনের দুটি দাঁত পড়ে যায়। রবিউল আলম বলেন, মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে বের করা ও গবেষণার জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটি সাংবাদিকরা পায় না। সাংবাদিক রাজীব নূর বলেন, মূলত প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশে আগ্রহী হতে হবে, জাদুঘর সম্পাদক বা প্রধান নির্বাহীদের নিয়ে একটি সভা করলে ভালো হয়। সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা তুলে ধরেন এবং জাদুঘরকে ধন্যবাদ জানান তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসাহ ও সাহস প্রদানের জন্য।

সাংবাদিকদের মতামত প্রদানের পরে ট্রাস্টি ত্রপা মজুদমার বলেন, সাংবাদিকরা আজ এখন থেকে এ কাজে যুক্ত হবেন এটাই প্রত্যাশা। তিনি মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের চাইতে মানবিক কাহিনী অনেক বেশি আবেদন তৈরি করে।

ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য তরুণ সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্টিং আরো প্রভাবসম্পন্ন করার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হলেন, এটিই একটি ইতিবাচক ঘটনা। তিনি জাদুঘরের ভান্ডারের সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রাথমিক পরিচিতির পর ভবিষ্যতে তা আরো নিবিড় করার আহ্বান জানান। যার যে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও কাজ করার আগ্রহ তা জানালে সেক্ষেত্রে জাদুঘর সহায়ক হতে পারে এবং জাদুঘরের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার কথা তিনি জানান। তিনি মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার বাইরে এসে নতুন আঙ্গিক তৈরি করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ আর এর মধ্যে বহু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা আছে যা প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। ডিসেম্বর বা মার্চ ঘিরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিবেদন ও সংবাদ পরিবেশনে নতুন ধারা সূচিত হতে পারে।

চিরিরবন্দরে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অভিযান

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ডা. আমজাদ হোসেন ট্রাস্ট পরিচালিত ‘আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও কলেজ’ স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জনাব ডা. আমজাদ হোসেন স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে ‘অভিযাত্রী’ এবার গিয়েছিল চিরিরবন্দরের স্বনামধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিশাত মজুমদারের এভারেস্ট আরোহণ ও অন্যান্য এডভেঞ্চারের গল্প নিয়ে। দুই দিনব্যাপী শিক্ষার্থীদের সাথে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই কার্যক্রমে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী কল্পকাহিনী ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে কথা বলেন ‘অভিযাত্রী’রা। শুরুতেই সুলতানার স্বপ্ন বইয়ের বিষয়বস্তু, ইউনেস্কো স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের নারীদের প্রথম শীতকালীন অভিযান ‘সুলতানার স্বপ্ন অবারিত’ নিয়ে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর সুলতানার স্বপ্নের বিষয়বস্তু আমাদের সমাজে এখনও কত প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরা হয়। শুধু আমাদের সমাজেই না দক্ষিণ এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে নারীদের জন্য এখনও সুলতানার স্বপ্ন প্রাসঙ্গিক। এখনও নারীদের অধিকার নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আওয়াজ তুলতে হয়। আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ের মধ্যে দলগতভাবে গল্প ও ছবি আঁকে সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে। তাদের আঁকা ছবি আর গল্পে ফুটে ওঠে বাল্য বিবাহ, নারীদের উচ্চ শিক্ষার অভাব, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে না পারা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সুলতানার স্বপ্ন সম্পর্কে জানাতে শিক্ষার্থীদের লেখা গল্প ছবিগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবারিত স্বপ্ন ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু এডভেঞ্চার এক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা। নিশাত মজুমদারের এভারেস্ট আরোহণের গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্ন দেখে পাহাড়ে যাবার। কীভাবে তাঁবু সেট করে অস্থায়ী ঘর বানানো হয়, আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা, প্রাতঃভ্রমণে ১০ কিলোমিটার পদযাত্রা, রোপ এক্টিভিটিতে র‍্যাপলিং, জুমারিং, রিভার ক্রসিং, স্কাউট স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে টিম বিল্ডিং এক্টিভিটি শেষে শিক্ষার্থীরা লুকিয়ে রাখা বিভিন্ন ক্লু বের করে গুপ্তধন খুঁজে বের করে। দুইদিনব্যাপী এই কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে গিয়ে রোমাঞ্চকর সব গল্প ও কাজের মাধ্যমে সুন্দর আগামী তৈরির স্বপ্ন দেখতে পারবে।

–ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের খুদে দর্শনার্থী

ছোট্ট ছেলে আরাফাত। বয়স সবে আট/নয়, কিন্তু তার চোখে কৌতূহলের আলো যেন অন্যসব শিশুদের চেয়ে বেশি। প্রতি শুক্রবার যেন আরাফাতের জীবনে বিশেষ দিন। জোহরের আযান দিলেই গোসল সেরে মসজিদে যায় নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে বাসায় ফিরে মায়ের রান্না করা খাবার খেয়ে এক মুহূর্তও ধৈর্য থাকে না। বন্ধুদের সাথে খেলা কিংবা টিভি দেখার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। জাদুঘরটি বাড়ির পাশেই। হাঁটলে পাঁচ মিনিটও লাগে না। আরাফাত প্রতিবারই নিয়ম মেনে টিকেট কেটে ভেতরে ঢোকে। সবাই বলে, ‘তুমি এত ছোট, এতবার কেন আসো?’ আরাফাত শুধু হাসে। তার মনে হয়, দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি দেখতে গেলে টিকেট কাটা একধরনের সম্মান। আরাফাতের বাবা-মা ও ছোট বোন জানে, শুক্রবার মানেই আরাফাতের জাদুঘর দিবস। বাবা কখনো বলে, ‘আজকে একটু ঘুমিয়ে নে, প্রতি সপ্তাহে জাদুঘরে গিয়ে কি দেখিস!’ কিন্তু আরাফাত ঘুমায় না। নতুন কিছু দেখার আশায় চলে আসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। বাবা-মা হাসেন, ছেলের চোখে দেশপ্রেমের আগুন দেখে তাঁদেরও বুক ভরে যায়।

জাদুঘরে ঢুকতেই আরাফাতের হাঁটাটা বদলে যায়। যেন সে অন্য এক পৃথিবীতে প্রবেশ করে। সেখানে রয়েছে শহিদদের ছবি, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অস্ত্র, যুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন দলিল, মানচিত্র, পোশাক আরও কত কী! প্রতিবার আরাফাত নতুন কিছু খুঁজে বের করে। কখনও হয়তো কোনো মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত ব্যাজ, কখনও কোনো রক্তমাখা পোশাক। প্রতিটি জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে থাকে কেমন ছিল সেই দিনগুলো! কত কষ্ট, কত ভয়, কত ত্যাগ নিয়ে লড়াই করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। আরাফাত আমাদের চেনা মুখ। এই ছোট্ট ছেলের মনে ঠিক কখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে তা জানি না।

তবে বুঝতে পারি, আরাফাতের ভেতরে দেশকে ভালোবাসার অদ্ভুত শক্তি কাজ করে।

মাঝে মাঝে বাড়িতে কোনো আত্মীয় বা মেহমান এলে আরাফাত তাদের হাত ধরে সোজা নিয়ে আসে জাদুঘরে। মেহমানরা অবাক হয়ে তার কথা শোনে, ‘এটা দেখেন, এই অস্ত্রটা মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতো। এই ছবিটা ১৯৭১-এর। এই রেডিওতে যুদ্ধের খবর প্রচার হতো।’ আমরাও অবাক হয়ে ওকে দেখি। আরাফাত যেন ক্ষুদে গাইড হয়ে উঠেছে।

একদিন জাদুঘর থেকে বের হয়ে আরাফাত দেখল, আকাশে সূর্য নরম আলো ঢেলে দিয়েছে। সে মায়ের হাত ধরে বলল, ‘মা, আমি বড় হয়ে দেশের জন্য কিছু করবো। ঠিক যেমন মুক্তিযোদ্ধারা করেছিল।’ মা চুপ করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এমন স্বপ্নের চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী হতে পারে?

ছোট্ট আরাফাতের এই যাত্রা হয়তো মাত্র শুরু। তবে যেভাবে সে প্রতিটি শুক্রবার দেশের ইতিহাসের কাছে ফিরে যায়, তাতে মনে হয় একদিন সে সত্যিই বড় কিছু করে দেখাবে। দেশকে ভালোবাসা যে বয়স দেখে না, তার সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ এই আরাফাত।

ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র ও আর্কাইভ কর্মযজ্ঞ

বিজয়ের মাস

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিও-ভিজুয়াল সেন্টার ও আর্কাইভ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অক্টোবরের শেষার্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। শফিকুল ইসলাম স্বপন মেলাঘরে প্রশিক্ষণ শেষ করে মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম মানিকের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক ঘটনা তিনি ক্যামেরাবন্দী করেছেন পরম যত্নে। এসব দুর্লভ আলোকচিত্র তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদানের ইচ্ছাপোষণ করেছেন। ভবিষ্যতে মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপনের সংগ্রহ থেকে একে একে উঠে আসবে মুক্তিযুদ্ধের নানান ঘটনা ও মানবিক গল্প। এই সংখ্যায় থাকছে- বিজয় মিছিলে চাচাতো ভাই মিঠু ও আদিলের হারিয়ে যাওয়ার গল্প এবং পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে মির্জা মাহমুদ আহমেদ কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপনের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন।

তাঁর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনুসন্ধানী কর্মী-দল এর এই যাত্রা চলমান...

-কিউরেটর, আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে

মিছিলে হারালো যে প্রাণ : মিঠু ও আদিল

তৎকালীন টিএন্ডটি'র চেয়ারম্যান মি. হুদার এগারো বছরের শিশুপুত্র মিঠু। পুরো নাম কামরুল হুদা মিঠু। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পরিবারের অন্যান্য শিশুদের মতো উৎসুক কখন কী হয় এবং বড়দের সাথে তারাও অপেক্ষায় বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বাক্ষী হতে কিন্তু জানেনা সামনে কতটা অনিশ্চিত ও ভয়ংকর সময় অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্য। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিযোদ্ধা, আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপন, তাঁর দুলাভাই এবং সহযোদ্ধা বাবলু এই তিনজন 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে চাচা হুদা সাহেবের ধানমন্ডির বাসায় যান। শ্লোগান শুনে চাচা অবাক হয়ে বলেন 'কী ব্যাপার তোমরা?' স্বপন বলেন 'চাচা, আমরা তো 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে আসলাম-দেশতো স্বাধীন হয়ে গেছে'। একথা শুনে চাচা বলেন 'তাহলে আমরাও বের হবো, এখনি'। তখন দুপুর বারোটা কি একটা বাজে তারা বাসা থেকে বের হন। কর্নেল ইয়াসিন গাড়ি চালাচ্ছেন পাশে আদিল এবং মিঠু। সামনে পরপর তিনজন বসা। পেছনের সিটে হুদা সাহেবসহ অন্যরা বসা।

মিঠু ও আদিল দুজনের হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। ঢাকা শহর ঘুরে শাহবাগের সামনে দিয়ে আবার এলিফ্যান্ট রোডের দিকে মোড় নেওয়ার আগেই হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। কর্নেল ইয়াসিন গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। সবাই দেখলো বাচ্চা দুটো মাথা হেলান দিয়ে সিটে ঘুমিয়ে গেছে। বাটা সিগন্যাল মোড়ের কাছে যেতেই, বাইরে থেকে লোকজন চিল্লা-চিল্লি করে গাড়ি থামালো। তখন দেখা গেল, দুজনের গা রক্তে ভেজা। মিঠুর চোখ দিয়ে একটা গুলি ঢুকে মাথা দিয়ে বের হয়ে আদিলের মাথায় ঢুকে গেছে। সাথে সাথে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথম ছবিতে চেকশার্ট পরিহিত মিঠু (ডান দিক থেকে তৃতীয়) ও দ্বিতীয় ছবিতে পিতার কোলে বসা (ডান দিক থেকে তৃতীয়)

বিকেল পাঁচটায় জানা গেল দু'জনই মারা গেছে। পরে আজিমপুরে কবরস্থানে তাঁদের কবর দেয়া হয়। বিজয় মিছিলে অতর্কিত গুলিতে বাংলাদেশ সৃষ্টির লগ্নে প্রাণ হারায় দু'টি অবুঝ শিশু মিঠু ও আদিল। বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে এমন অগণিত শহীদ।

–আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জল্লাদখানা পরিদর্শনে তরুণ গবেষকদল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চতুর্থবারের মতো আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স। এই কোর্সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ গবেষকবৃন্দ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে যুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরাই মূলত এই কোর্সে যুক্ত হয়। ১৭ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। ৮ নভেম্বর ২০২৫ এই কোর্সের অংশ হিসেবে ১৫ সদস্যের একটি গবেষক দল জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন। জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তারা জানতে পারেন। সেই সাথে বাংলাদেশের অসংখ্য বধ্যভূমির নাম ও বিশ-শতকের গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হন।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের সমগ্র প্রাঙ্গণ জুড়ে রয়েছে বিভাগ অনুসারে সারা বাংলাদেশের বধ্যভূমির নাম ও ছয়টি বধ্যভূমির পবিত্র মাটি। কয়েকজন গবেষক নিজ জেলার বধ্যভূমির নাম দেখে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের এক পর্যায়ে জল্লাদখানা কূপের সামনে এসে দাঁড়ালেন সকলে। ঢাকা ওয়াসার পরিত্যক্ত এই পাম্প হাউজের মধ্যে অগণিত বাঙালিকে হত্যা করে লাশ ফেলা হয়েছিল। নিস্তব্ধ এই কূপটি এখনও গণহত্যার সেই বিভৎস স্মৃতি আঁকড়ে রয়েছে। পরিদর্শন শেষে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সালাইদ্দিন সুমন মন্তব্য লেখেন- 'স্বাধীনতা শব্দটি কতটা আত্মত্যাগ ও প্রাণের আহুতির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তার প্রতিরূপ আজ এই জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে দেখতে পেলাম। আশা করি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই বধ্যভূমির ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত স্মৃতিগুলো এভাবেই প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সকল শহিদকে।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শেখ মোহাম্মদ সবুজ লেখেন- 'আমার পূর্বপুরুষের আত্মত্যাগের ফসল এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি, পানি, বায়ুর মধ্যে মুক্ত হয়ে জীবনধারন করি। কোন রকম বাধাবিপত্তি বা সংকোচ ব্যতিত মায়ের মুখের ভাষা বাংলা ব্যবহার করি। এসবের মুক্ত ও স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগের ইতিহাস এক দীর্ঘ কাল-পরিক্রমার ফলাফল। ইতিহাসে জেনেছি ১৯৭১ সালের সেই ভয়ার্ত লোম শিহরিত ঘটনাপুঞ্জ কিন্তু তার কোন একটা স্থান কাছে থেকে দেখা হয়নি। জল্লাদখানা বধ্যভূমির মাধ্যমে ইতিহাস ও বাস্তবতার মেলবন্ধন আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্থানটি উন্মুক্ত রাখার জন্য।'

– প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

‘সুলতানার স্বপ্ন’ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা : প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা

মহসিন রিয়াজুল ইসলাম খান (রিয়াজ আকাশ)

‘সুলতানাস ড্রিম’ শীর্ষক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় অংশ নিয়ে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত সম্পর্কে আমার জ্ঞানের দুয়ার অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে গেল। এখানে এসে শুধু সিনেমা নয় জীবন সম্পর্কে ধারনা পরিসীমা আরও বেড়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ আয়োজন সত্যি প্রশংসাযোগ্য। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি মফিদুল হক। কণ্ঠশীলন আবৃত্তি কোর্সে আবর্তন সমাপনী সনদ আমি নিয়েছিলাম মফিদুল স্যারের নিকট থেকে। যাই হোক, আমার মা-খালাদের দেখতাম পুরনো পত্রিকা বিশেষ করে বেগম পত্রিকা পড়তে এবং সাহিত্য, রান্না ও সেলাই অংশ কেটে সংগ্রহ করতে। কথা প্রসঙ্গে খালা গতকাল আমাকে ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত ওনার বান্ধবী রওনক জাহানের লেখা কলাম পড়তে দিলেন যেহেতু উনি শুনেছেন আমি রোকেয়া সাখাওয়াত বিষয়ক সিনেমা-কর্মশালায় অংশ নিয়েছি। যাই হোক কলাম পড়ে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। কলামের শিরোনাম হলো ‘স্মরণ করছি রওশন জাহান: আমার বোন শিক্ষক কমরেড ...।’ রওশন জাহান আমাদের দেশের অন্যতম অগ্রগামী গবেষক যিনি নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন দেশে এবং বিদেশে। তিনি গত চার নভেম্বর ইন্তেকাল করেছেন। তিনি কলেজে অধ্যয়ন করা শেষ করে আমেরিকার শিকাগো বিশববিদ্যালয়ের ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমান ১৯৬১ সালে। এম এ পাশ করে তিনি ইডেন কলজেও শিক্ষকতা করেছেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশবিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে যোগদান করেন। জানলে অবাক হবেন যে, তিনি রোকেয়ার ‘সুলতানাস ড্রিম’ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যেটা প্রকাশিত হয়েছে ফেমিনিস্ট প্রেস নিউ ইয়র্ক থেকে এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ কোর্সে পাঠ্য হিসেবে অনুমোদিত। তিনি আইন-শালিস কেন্দ্র ও উইমেন ফর উইমেনসহ বিভিন্ন এনজিওর সাথেও নারী ক্ষমতায়নের জন্য সক্রিয় ছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

লুৎফুন নাহার (মাসুমা)

আধিপত্যবাদী সমাজে মেয়েরা নিজের অধিকারে মাথা তুলে দাঁড়াবে, ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থে এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সেই স্বপ্নের আঙ্গিক, আকাঙ্ক্ষা আর বিষয়বস্তু নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক মাসব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করি আমরা ২৪ জন তরুণ-তরুণী।

১৬ নভেম্বর কর্মশালার প্রথম দিনে উদ্বোধনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী সুলতানা কামাল। তিনি আমাদের ‘লিভিং সুলতানা’। কি গভীর মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন আমাদের অভিযোগ, অনুযোগের গল্পগুলো। প্রথমে তিনি শুনলেন আমাদের কথা, তারপর একদম ঘরোয়া ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন।

তাঁর একটি কথা আমাদের হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছে, “একটা গান আছে না, ‘তোমার মনের মানুষ কে রে?’–আমরা কি চাই সেই স্বপ্নের মানুষটি রেপিস্ট হোক, এবিউজার হোক, বা দুর্নীতিপরায়ণ হোক? নিশ্চয়ই না! আমরা আমাদের মনের মানুষটি যেমন হোক আশা করি, ঠিক তেমনি আমাদেরকেও অমন ভালো, ক্লিন, সুন্দর মনের মানুষ হতে হবে।”

তাঁর এই বক্তব্য আমাদের যাত্রায় যোগ করেছে এক গভীর অনুপ্রেরণা, যা ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে আমাদের শক্তি জোগাবে। এই কর্মশালা শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণ নয়, এটি সুন্দর মনের মানুষ হওয়ার এবং একটি সমতার সমাজ গড়ার শপথ।

সিএসজিজে-এর ১৮তম মাসিক বক্তৃতা : ঘুর্ণিঝড়, গণমাধ্যম ও বিপ্লব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট বদলে দেয়। ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী এই ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ধীর গতির প্রতিক্রিয়া দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড়ের মাত্র ২৪ দিন পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন পেয়ে ভূমিধ্বস জয় অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি রাজনৈতিক সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করে, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। আসিফুল বাশারের গবেষণার প্রশ্ন হিসাবে উত্থাপন করেন কীভাবে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ রাজনৈতিক ভাঙ্গনকে প্রভাবিত করে? তিনি গবেষণাধর্মী আলোচনায় ৪টি বিষয় আলোকপাত করেন–

১.গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ভোলা সাইক্লোনের পর পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী বয়ান তৈরি করতে।

২.দুর্যোগের রাজনীতি মূলত যোগাযোগমূখী রাজনীতি, যেখানে দুর্যোগকালীন সংকট রাজনৈতিক হয়ে উঠে বয়ানের কাঠামো তৈরি করে।

৩.গণমাধ্যম একটি কর্মক্ষম সত্ত্বা হিসাবে এখানে কাজ করে, এটি কোন নিরপেক্ষ মধ্যসত্ত্বাধিকারী নয়।

৪.উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ধারিত হয় বয়ান উৎপাদনের মাধ্যমে।

তিনি ১২ থেকে ৩০ নভেম্বর সময়ে প্রকাশিত দুইটি পত্রিকার আর্কাইভকে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন– পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক ডন (Dawn) এবং পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক। বিশ্লেষণে কেবল সেইসব রিপোর্ট, সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলো নিজস্ব উৎস ব্যবহার করে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার পুনঃপ্রকাশিত সংবাদ এবং ব্যক্তিগত মতামত ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক তুলনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে ডন মোট ৮৬টি এবং ইত্তেফাক ১৯১টি সংবাদ প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে ডন প্রকাশ করে মাত্র ৪টি, যেখানে ইত্তেফাকের সংখ্যা ৩১টি। আলোকচিত্র প্রকাশে ডন ছিল অধিকতর সক্রিয় মোট ৯৬টি, যার মধ্যে ৩৯টি প্রথম পাতায়, অন্যদিকে ইত্তেফাক প্রকাশ করে ৭২টি, যার ২৪টি ছিল প্রথম পাতায়। ডন মূলত এএফপি, রয়টার্সসহ বিদেশি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন পুনঃপ্রকাশে নির্ভরশীল ছিল, পক্ষান্তরে ইত্তেফাকের অধিকাংশ সংবাদই সংগৃহীত হয় তাদের নিজস্ব প্রতিবেদকদের মাধ্যমে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০ থেকে ২৬ নভেম্বর সময়কালে উভয় পত্রিকা সর্বাধিক ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করে। ইত্তেফাক এবং অধিকাংশ জাতীয়-আন্তর্জাতিক পত্রিকা পশ্চিম পাকিস্তানের অকার্যকর ত্রাণ বিতরণ ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে একই সুরে সোচ্চার ছিল। প্রথম পাতায় ইত্তেফাক প্রকাশ করে প্রায় ১৪০টি ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত সংবাদ, যেখানে ডন প্রকাশ করে ৭৯টি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ডনের সংবাদ কম হলেও ইত্তেফাক সেখানে ৫৮টি সংবাদ ছাপে।

গবেষণার পরবর্তী ধাপে ব্যবহৃত হয় সমালোচনামূলক উদ্বৃতি বিশ্লেষণ (Critical Discourse Analysis), যার পাঁচটি কৌশল হলো– Nomination (নামকরণ), Predication (বিশেষণায়ন), Argumentation (যুক্তিবিচার), Perspectivization (দৃষ্টিভঙ্গি) এবং Intensification (প্রভাব ও আবেগের মাত্রা নির্ণয়)। এই কাঠামোতে দেখা যায়, ডন রাষ্ট্রকে ‘প্রেসিডেন্ট’, ‘সেন্টার’, ‘গভর্নমেন্ট’ এই আনুষ্ঠানিক পরিচয়ে তুলে ধরে এবং সংকটকালেও তাদেরকে দক্ষ ও দায়িত্বশীল হিসেবে চিত্রিত করে। বিপরীতে বাংলা পত্রিকাগুলো রাষ্ট্রকে ‘তারা’, ‘কেন্দ্র’, ‘মাতৃকা’ এমন দূরত্বসূচক শব্দে চিহ্নিত করে এবং আবেগ, ইতিহাস,পরিচয় ও রাজনৈতিক অভিযোগের মাধ্যমে সরকারের অক্ষমতা ও অবহেলা তুলে ধরে। বিশ্লেষণে আরও প্রমাণিত হয় যে দুই অঞ্চলের পত্রিকায় ‘ত্রাণ’, ‘অবহেলা’ ও ‘সহানুভূতি’ এই তিনটি প্রতিযোগী বয়ান দুটি ভিন্ন নৈতিক সম্প্রদায় তৈরি করে, যা প্রমাণ করে ভৌগোলিক বিভাজনের অনেক আগে থেকেই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

বক্তব্যের উপসংহারে মোহাম্মদ আসিফুল বাশার গবেষণার প্রধান ফলাফল উপস্থাপন করে উল্লেখ করেন যে, ভোলা ঘূর্ণিঝড় কেবল একটি মানবিক বিপর্যয় ছিল না; এটি ছিল একটি যোগাযোগমূলক বিচ্ছেদ, যা পাকিস্তানের উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটিকে উন্মোচিত করেছিল। তার মতে, দুর্যোগ রাজনীতি মূলত যোগাযোগভিত্তিক রাজনীতি, যেখানে সংকট রাজনৈতিক রূপ লাভ করে বয়ান, ফ্রেমিং ও জনআলোচনার মাধ্যমে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গণমাধ্যম নিরপেক্ষ নয়; বরং গণমাধ্যম সক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে কোন ধরণের অনুভূতি, ক্ষোভ বা অভিজ্ঞতা জনপরিসরে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকেই বৈধতা নির্মিত হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বৈধতা মূলত নাগরিক অভিজ্ঞতার বয়ান প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল।

বক্তৃতা শেষে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনাটি আরও সমৃদ্ধ হয় এবং পরিশেষে সেন্টার ফর স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষ থেকে আসিফুল বাশারকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

– সৈয়দ রাফাত মোহাম্মাদ
পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ বিভাগ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
এবং
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

শ্রদ্ধাঞ্জলি : বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দর আলী মোল্লা

একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দর আলী মোল্লা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীর শোক এবং বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দর আলী মোল্লা গত ৮ নভেম্বর ২০২৫ হৃদযন্ত্রে ক্রীয়াবদ্ধ হয়ে লক্ষীপুরের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হালকা পাতলা ছিপ ছিপে এই বীরযোদ্ধার সাথে প্রথম কুশল বিনিময় হয় মে ২০১৫ সালে রায়পুর এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে। ২০১৫-এ রায়পুর উপজেলায় যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তিনি উপস্থিত থেকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প। এছাড়া যখনই ঢাকা আসতেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঘুরে যেতেন। সদা-হাস্যোজ্জ্বল, দায়িত্বশীল এই কর্মীর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাথে জাদুঘর সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।

–রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৮টি খুদে চলচ্চিত্র নির্মাণ : শেষ হলো সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং বিষয়বস্তুর সাথে বর্তমানের সংযোগ ঘটিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের এসাইনমেন্ট দেয়া হয় এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলী শেখানো হয়।

ক) এসাইনমেন্ট

১. ব্যক্তিগত পরিসরের ছবি ও গল্প

প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের বাড়ির ৪/৫টি ছবি তুলে পাঠাতে বলা হয় এবং পরবর্তীতে তারা এই ছবিগুলোর সাথে তাদের ভালোলাগা/মন্দলাগার স্মৃতি শেয়ার করে।

২. ফাউন্ড ফুটেজ

সমাজের বাধা-নিষেধ ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া/ অপ্রতিরোধ্য/সাহসী/প্রতিবাদী/দৃঢ় নারীদের ভিডিও, রিপোর্ট বা স্টিল ছবি পাঠাতে বলা হয়, যাদের জীবনের গল্প প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দীপ্ত এবং অনুপ্রাণিত করে।

৩. কাল্পনিক চিঠি

একজন কাল্পনিক চরিত্রকে লেখা স্পেকুলেটিভ চিঠি লিখে পাঠাতে বলা হয় যা ঐ চরিত্রকে আশাবাদী হতে উৎসাহিত করে। চিঠিতে বর্তমান সময়ের নারীর সামাজিক-পারিবারিক-মনোদৈহিক-আর্থিক-আইনগত-পারিবারিক সংকট, নিরাপত্তাহীনতা- স্বাধীনতা-সিদ্ধান্তগ্রহণ ও আত্মমর্যাদায় আঘাতসহ যাবতীয় সংকটগুলোকে অতীতের সংকট হিসেবে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি চিঠিতে নতুন একটা ভবিষ্যতের কল্পনা করার কথা বলা হয় যেখানে অতীতের এই সংকটগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠবে। আবার চিঠিতে অতীতের কিংবদন্তী পুরুষ এবং নারী চরিত্রদের (যেমন খনা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, নবাব ফয়জুন্নেসা, রাণী রাসমণি, দেবী চৌধুরানী, প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, মাতঙ্গিনী হাজরা, ইলা মিত্র, নীলিমা ইব্রাহীম, সরলা দেবী চৌধুরানী লীলাবতী নাগ, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম কিংবা মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি ইত্যাদি) বর্তমান সময়ের শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে কল্পনা করে নেয়ার কথা বলা হয়, যারা সমাজের চলমান সংকট মোকাবেলায় বলিষ্ঠ, উদ্যমী এবং সাহসী ভূমিকা রাখছেন। ফলে ধীরেধীরে সংকট কেটে যাচ্ছে এবং মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠছে। কাল্পনিক চিঠিতে বর্তমান সময়ের সত্যিকার সাহসী কোন পুরুষ বা নারী চরিত্রের উদাহরণ দেয়ার কথা বলা হয় যারা সমাজের সংকট থেকে উত্তরণের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, সমাজের স্টেরিওটাইপ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৪. ব্যক্তিগত ডায়েরি

আমাদের সমাজে প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা/ অসমতা/ বৈষম্য/ অবমাননা ইত্যাদি অপ্রিতীকর ঘটনাগুলো একজন সচেতন পুরুষ বা নারী হিসেবে আপনাকে কীভাবে ভাবায়/ আক্রান্ত/ আহত করে এবং আপনার আচার-আচরণে কী প্রভাব ফেলছে? কোন কোন প্রসঙ্গ আসলে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চান বা মতামত প্রকাশে এখন অস্বস্তি বোধ করেন? এ ধরণের অনুভূতি/অভিজ্ঞতাগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের ডায়েরির আঙ্গিকে প্রতিদিন লিখে পাঠাতে বলা হয়।

খ) চলচ্চিত্র নির্মাণ-শৈলী

কর্মশালার শুরুতেই প্রত্যাশিত চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি শৈলী শিখিয়ে দেয়া হয়। যেমন– স্টিল ইমেজ ফিল্ম, ডায়েরি ফিল্ম, ফাউন্ড ফুটেজ ফিল্ম, নন-ন্যারেটিভ ফিল্ম ইত্যাদি।

এসাইনমেন্ট থেকে চলচ্চিত্রের আইডিয়া

৪টি এসাইমেন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা উপকরণ, ওয়েবসাইটে রাখা ফিল্মমেকিং রিসোর্স এবং ৪টি নির্মাণশৈলী থেকে এক/একাধিক শৈলী বেছে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের আইডিয়া উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, কর্মশালার শুরু থেকেই ওয়েবসাইটে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ শেয়ার করা হয়। এরমধ্যে একটি ছিল Womens Voice in public Spaces, যেখানে সমাজের বাধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া নারীদের বিভিন্ন ঘটনার ভিডিও ক্লিপ এবং রিপোর্ট রাখা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরাও তাদের এসাইনমেন্টগুলো ওয়েবসাইটে আপলোড করতে থাকে এবং ওয়েবসাইটের ব্লগে তাদের নানা রকম চিন্তা প্রকাশ করতে থাকে। ফলে খুব অল্প সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একটি সমৃদ্ধ রিসোর্স ভান্ডার তৈরি হয়ে যায়।

একক ও দলগত প্রশিক্ষণ

এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একক ও দলীয় বৈঠকের মাধ্যমে তাদের প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের আইডিয়াগুলোর শৈলী ও কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এরপর প্রত্যেক প্রশিক্ষাণার্থীদের সাথে একজন করে মেন্টর যুক্ত করা হয়। মেন্টর হিসেবে ৫ জন চলচ্চিত্র নির্মাতা যুক্ত হন। নির্মাতারা হলেন জিহান করিম, দেবাশিস ডুব, বিপ্লব সরকার, স্বজন মাঝি এবং সুবর্ণা সেঁজুতি।

চলচ্চিত্রের শুটিং এবং সম্পাদনা

প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তাদের হাতের মোবাইল ফোন দিয়ে এককভাবে চলচ্চিত্রের শুটিং সম্পন্ন করেন। সম্পাদনার সময় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর সাথে সম্পাদক হিসেবে আরো একদল তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা যুক্ত হন। নির্মাতারা হলেন– জোবায়ের রায়হান, কাজী আরেফিন আহমেদ, জাহিদ আহমেদ, মিজানুর রহমান, জাহিদ হাসান ও রূপম রায়।

এরপর বিশিষ্ট সম্পাদক ও সাউন্ড ডিজাইনার সুজন মাহমুদের চূড়ান্ত সম্পাদনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, চলচ্চিত্র সম্পাদনার কাজ সহজ করতে QBit Tech নামে একটি আইটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। তারা সম্পাদনা উপযোগী ৫টি ল্যাপটপ সরবরাহ করে এবং সম্পাদনা চলাকালীন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

পুরস্কার

২২ নভেম্বর (শনিবার), বিকেল ৩টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হকের উপস্থিতিতে কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মিত ১৪টি চলচ্চিত্র এবং Work in Progress হিসেবে আরো তিনটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ফিপ্রেসকি (FIPRESCI) বাংলাদেশের জুরিবোর্ডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসী, চলচ্চিত্র সমালোচক ও লেখক বিধান রিবেরু এবং চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতি। সেইসাথে উপস্থিত ছিলেন এই কর্মশালার পরিচালক ফরিদ আহমদ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র এবং তিনটি চলচ্চিত্রকে ফিপ্রেসকি বাংলাদেশ সমালোচক সনদ প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্রগুলো হলো তাহুয়া লাভিব তুরা নির্মিত 'বিচ্ছু', তামিম আহমেদ নির্মিত Left is Right এবং মাহদি হাসান রাহি নির্মিত 'রাহির মা'।

– ফরিদ আহমদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গ্লোবাল ফরেনসিক একাডেমি টু-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐশী সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং অন্যান্য কনফ্লিক্ট-এফেক্টেড দেশের বাস্তবতা থেকে শেখার সুযোগ পান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং এই প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সহযোগিতা, জ্ঞান ও পদ্ধতির বিনিময়ে তার সক্ষমতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায়, ঐশী এখন বাংলাদেশে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে একটি ইন-কান্ট্রি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবেন। পরবর্তীতে একটি ফলোআপ ওয়ার্কশপে প্রজেক্টটি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, যা পারস্পরিক শিক্ষার প্রসার ও বৈশ্বিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে।

এই অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ফরেনসিক গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাশাপাশি এটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, ঐতিহাসিক সত্যের সংরক্ষণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (ICOM)-এর দুবাই ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আইকমের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অস্ট্রেলিয়ার অমরেশ্বর গালার সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

"দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ", এই শিরোনামে ১১ থেকে ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ দুবাইতে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (International Council of Museums)-এর ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে এবারই প্রথম আইকমের এমন বিশ্বজনীন আয়োজন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে পাঁচ-সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, তৌহিদ হাসান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সহযোগিতায় আইকম দুবাই অত্যন্ত সফলভাবে বিশাল এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন প্যানেলের আলোচনা এবং আইকম কমিটিসমূহের উপস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী জাদুঘরসমূহের বাস্তবতা ও অগ্রগতির পথরেখা নানাভাবে সন্ধান করা হয়। আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ-আই-এর ব্যবহার-অপব্যবহারের নানা দিক যেমন উঠে আসে তেমনি এ-আই যেন উত্তর-দক্ষিণের জাদুঘরের বিভাজন আরো বাড়িয়ে না দেয়, সেই সতর্কতাও উচ্চারণ করা হয়। বিশেষভাবে আলোচিত হয় জাদুঘরের ক্ষেত্রে ডি-কলোনাইজেশন বা বি-ঔপনিবেশিকরণের প্রশ্ন। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আরব বিশ্বে জাদুঘর-সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটছে এবং আঞ্চলিক দেশসমূহ নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেভাবে জাদুঘর পরিচালনা ও নতুন জাদুঘর নির্মাণ করছে তা ছিল বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। মধ্যপ্রাচ্যের জাদুঘর পরিসরে নারী তথা দক্ষ তরুণীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

সম্মেলনে আইকম মিউজিক এবং আইকম মেমোরি যৌথভাবে প্যানেল আলোচনার ব্যবস্থা করে। তিনটি সেশনে এই আলোচনায় পনেরোটি জাদুঘরের প্রতিনিধি অংশ নেন। প্যানেল আলোচক হিসেবে মফিদুল হক সঙ্গীতের জাদুঘর ও স্মৃতির জাদুঘরের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার ওপর গুরুত আরোপ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে সঙ্গীতসম্পদ রচিত হয়েছে তৎপর্য, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে উভয় ধরনের জাদুঘরের সম্মিলনের বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেন।

সব মিলিয়ে আইকম দুবাই জাদুঘর-কর্মীদের জন্য ছিল জানা-বোঝার বিরাট সুযোগ, সেইসাথে বিভিন্ন দেশের জাদুঘরের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার উপায়। সেই বিবেচনায় দুবাই আইকম ছিল সফল ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন।

উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক আয়োজন

নারীদের শীতকালীন পর্বত অভিযান ২০২৫

সুলতানার স্বপ্ন অবারিত-সিজন টু : সংবাদ সম্মেলন ও পতাকা অর্পন

পর্বতারোহীদের সংগঠন 'অভিযাত্রী' ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো উইমেনস উইন্টার এক্সপিডিশন' বা নারীদের শীতকালীন অভিযান শীর্ষক এক বিশেষ পর্বত অভিযানের আয়োজন করে। তারই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে শীতকালীন পর্বতারোহনের দ্বিতীয় পর্ব। ২৬ নভেম্বর ২০২৫ সুলতানার স্বপ্ন অবারিত শিরোনামে নারীদের শীতকালীন পর্বত-অভিযান সিজন-টু এর সংবাদ সম্মেলন ও পতাকা অর্পন অনুষ্ঠান হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। প্রথমবারের মতো এবারেও 'অভিযাত্রী'র এই উদ্যোগে সহযোগী হিসেবে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আয়োজনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট ব্যখ্যা করে 'অভিযাত্রী'র পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সুলতানার স্বপ্ন অবারিত নারীদের শীতকালীন অভিযানের দলনেতা এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার। তিনি উল্লেখ করেন, এই অভিযানের লক্ষ্য বাংলাদেশের নারীদের দৃঢ়তা, কল্পনাশক্তি ও সাহসিকতাকে উদযাপন করা। তিনি জানান, নেপালের অন্নপূর্ণা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই শীতকালীন অভিযানের লক্ষ্য ৬০০০ মিটার উচ্চতার পিসাং পিক এবং প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতার রাক্সি পিক।

ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান মিস কিজি তাহনিন শীতকালীন অভিযানে অংশ নেয়া মেয়েদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সুলতানার স্বপ্নের মশাল ধরে যারা এগিয়ে যাচ্ছেন তারা সকলের জন্য অনুপ্রেরণা।

গতবছরের মতো এবারেও অভিযানের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক মাস্টারকার্ড। মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল ২০২৪-এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, শীতকালীন অভিযান শেষে পর্বতারোহী নারীদের সংর্বধনার আয়োজন করেছিল মাস্টারকার্ড। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ ২০০ নারী কর্মকর্তা। পরবর্তীতে এই নারী ব্যাংকারদের একটি দল পাহাড়ে ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে যায়। তিনি মনে করেন 'অভিযাত্রী'র এই আয়োজন নানাভাবে নারীদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। কেবল দেশেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাঙালি মেয়েদের এই বিশেষ অর্জন গুরুত্ব পাচ্ছে। এবছর নারী দিবসে মাস্টার কার্ডের পক্ষ থেকে যে নিউজলেটার ছাপা হয় সেখানে প্রথম পাতার প্রথম খবর ছিল বাংলাদেশের নারী পর্বতারোহীদের নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক এবছর অন্নপূর্ণা অভিযানে যাওয়া চার কন্যাকে শুভকামনা জানিয়ে বলেন, নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ পক্ষ চলছে। এমন সময়ে এই আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। সহিংসতার বিপরীতে নারীর সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়ানো, মানবশক্তির প্রতিক হিসেবে উঠে আসা চমৎকার জবাব। নারীকে ঘিরে যখন নানান নেতিবাচক সংবাদ তখন এমন ইতিবাচক সংবাদ আশা সঞ্চার করে।

অভিযানে দলনেতা নিশাত মজুমদারের সাথে অন্যান্য সদস্য হিসেবে রয়েছেন পর্বতারোহী ইয়াছমিন লিসা ও তহুরা সুলতানা রেখা এবং একজন ট্রেক উইথ নিশাত ২০২৫ মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম থেকে অংশ নেওয়া নতুন প্রশিক্ষণার্থী ট্রেকার নুসরাত জাহান ফারিহা। নুসরাত জাহান ফারিয়া বেইজক্যাম্প পর্যন্ত ট্রেক করবেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা | ষষ্ঠ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি স্থপতি রবিউল হুসাইন ও সংস্কৃতিজন আলী যাকের-এর প্রয়াণ বার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রিয়তমা বাংলাদেশ

–রবিউল হুসাইন

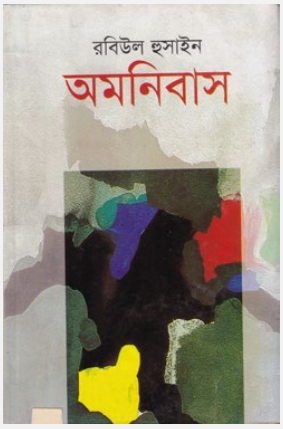

বিজয়ে ব্যাকুল হয়ে ভুলে ছিলাম স্মৃতি
আজ এইদিনে পিঁপড়ের পিলপিল্ সারির মতো
উঠে আসে তারা হারিয়েছি বিশ্বাস ও প্রতীতি

শহীদ মিনার ভাঙার গুম্‌গুম্ শব্দে কম্পিত শহর
পঁচিশে মার্চের কান ফাটানো অবিরাম গুলি
কামানের গগনবিদারী শব্দ দিগ্বিদিক
আর্তচিৎকারে কেঁপে ওঠে মানুষের জনপদ
গনগনে আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিক

একদল হায়েনা-মানুষ আরেকদল স্বধর্মী মানুষের প্রতি
কী নির্মম নিষ্ঠুর এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না
আত্ম-স্বাধীনতার পরিচয়ে উজ্জ্বল ও সত্য হয় ধর্মের সত্তা
একটি নতুন দেশের প্রসবকালীন এই ব্যথা এই জন্ম
মা সেই জননী মা সেই জন্মভূমি মহান
ব্যথায় কুঁকড়ে যায় মা আমার
আমরা তার বেদনার সন্তান

এতদিন ভুলে আছি ভুলে গেছি সেই প্রীতিময়ীর মুখ
তবুও চুপি চুপি কাছে আসে প্রকৃতি আর স্বপ্নের হাত ধরে
সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস–
বাছা তুই সুখে থাক তোদের বাড়িতে শান্তি আসুক
জানি আমি তোদের প্রাণের বিনিময়ে আমার অস্তিত্বের প্রবেশ
যদিও জননী আমি আমার জন্যে দীর্ঘ নয় মাস
তোরা উৎসর্গ করেছিস তোদের কতশত মহামূল্যবান প্রাণ
কত দুঃখ কত অত্যাচার সয়েছিস আমার কারণে
একাধারে তাই তোরা আমার দুঃখী পিতা
আবার অন্যদিকে কলিজার টুকরো আমার কালজয়ী সন্তান ...

সেই অরুণোদয় থেকে

–আলী যাকের

স্বাধীনতা একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছে, এটা বুঝতে পারি। তবুও কী এক অজানা আশঙ্কায় মন ভরে যায় বিষাদে। এমন সময় ঠিক উল্টো দিক থেকে একটি সেনাবাহিনীর জিপ এলো। আমার কাছে এসে জিপটি গতি শ্লথ করল। চালক একজন ভারতীয় সেনা অফিসার। হাসতে হাসতে তিনি আমাকে বললেন, 'এই মাত্র ওয়ারলেসে খবর পেলাম ঢাকায় নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। Rejoice, You are free.' বলেই জিপটি ভুস করে বেরিয়ে গেল। Your are free! তোমরা স্বাধীন। কথাটি কানে ভাসতে লাগল। করোটির ভেতরে ঢুকে গেল যেন। আমি স্থাণুর মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। টেপরেকর্ডারটা আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেল রাস্তার ওপরে। আমি শুয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। আমার দুটি হাতের তালু দিয়ে বাংলার মাটিতে সস্নেহে স্পর্শ করলাম। তারপর আস্তে আস্তে সেই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। গড়াতে শুরু করলাম আমার বাংলার মাটিতে। হঠাৎ অবসাদে ছেয়ে গেল মন। আজ থেকে তবে আমার দায়িত্ব শেষ। নির্ধারিত কাজের সমাপ্তি। বড্ড ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। সদ্য স্বাধীন বাংলার শিশিরভেজা সবুজ ঘাসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি আমি। টেপরেকর্ডার, ট্রানজিস্টার ছড়িয়ে, ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মহাসড়কে। এখন আর কী আসে যায়?

চতুর্থ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

সমাপনী ও সনদ বিতরণ : ২৯ নভেম্বর ২০২৫

যে তরুণরা এই গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করলেন তারা তাদের পরবর্তী জীবনে এর প্রয়োগ অব্যাহত রাখবেন এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা করবেন, এমন প্রত্যাশার মাধ্যমে শেষ হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত চতুর্থ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স। ছয় সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হন। পাশাপাশি প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করেন। গবেষণা প্রস্তাবনাগুলো মেন্টররা পর্যালোচনা করেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। সমাপনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, কোর্স পরিচালক অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

ডা. সারওয়ার আলী বলেন, প্রশ্ন আসতে পারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের সম্পর্ক কোথায়। যখন আমরা ৮ জন ট্রাস্টি এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তখন আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তুলে ধরা। আমরা চাই পরবর্তী প্রজন্ম যেন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চা অব্যাহত রাখে। আর এইজন্যই সঠিক গবেষণা পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, তোমরা সৌভাগ্যবান যে, এখন এ ধরনের কোর্স আয়োজন হচ্ছে। যখন আমরা গবেষণা করেছি তখন এমন কোন সুযোগ ছিল না। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা কোর্সের

মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান যেন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন, প্রশিক্ষণার্থীরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় কী ঘটেছিল সেটা জানার চেষ্টা করেন গবেষণার মাধ্যমে তাহলেও অনেক বড়ো একটি কাজ হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণের মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপনী ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official